যুগান্তর

7 NOV 2012

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ......

বিএসএমএমইউ'র রেসিডেন্সি কোর্সে আসন সংখ্যার ১৪ গুণ আবেদন

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য পাঁচ বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর উচ্চ শিক্ষা রেসিডেন্সি কোর্সের (আবাসিক শিক্ষা) চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষায় নির্ধারিত আসন সংখ্যার ১৪ গুণ পরীক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের অধীন পরিচালিত মোট ৪৩ বিষয়ে নির্ধারিত ৩০১টি আসনে মোট ৪ হাজার ১১৫টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এবারই প্রথম অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ১৬ নভেম্বর শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত টানা তিন ঘণ্টা বুয়েট ক্যাম্পাসে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন পদ্ধতিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় সহস্রাধিক প্রশ্ন থাকবে। যেদিন পরীক্ষা হবে সেদিনই ফলাফল প্রকাশিত হচ্ছে। এবার নিয়ে চতুর্থবারের মতো রেসিডেন্সি কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। ২০১০ সালের মার্চ মাসে প্রথমবারের মতো রেসিডেন্সি কোর্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন মিয়া যুগান্তরকে বলেন, উন্নত বিশ্বের মতো দেশীয় চিকিৎসকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১০ সালের মার্চ মাসে রেসিডেন্সি কোর্সটি চালু হয়েছে। এবার চতুর্থ ব্যাচের শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এরই মধ্যে ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণের সর্বাত্মক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এমবিবিএস ও এক বছরের ইন্টার্নি শেষ করার এক বছর পর যে কোন চিকিৎসক ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও চিকিৎসকদের সঙ্গে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিএসএমএমইউ'র এ কোর্সটির প্রতি চিকিৎসকদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। গতানুগতিক মেডিকেল কারিকুলামের খোলনোলচে পাল্টে উন্নত বিশ্বের আদলে চালু এ পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা

১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা

সার্বক্ষণিক পড়াশোনার সুযোগের পাশাপাশি নিয়মিত রোগী দেখা, রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা প্রদান, ফলোআপ করা ও গবেষণাসহ হাতে কলমে সব ধরনের চিকিৎসা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। এ কারণে চিকিৎসকরা নিজেদের ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সরকারি-বেসরকারি উভয় শ্রেণীর চিকিৎসক এ কোর্সের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। আবাসিক কোর্সটি জনপ্রিয় হলেও এখনও কোর্সের চিকিৎসকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষারত চিকিৎসকদের সমস্যা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ব্যতিক্রমধর্মী এ শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও পারফরমেন্সের ওপর শিক্ষকদের পদোন্নতির বিধান রাখা হয়েছে।

সীমিত আসনের কারণে প্রতি সেশনে (সরকারি ৪, বেসরকারি ৩) প্রতিটি বিষয়ে হাতেগোনা মাত্র ৭-৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পান। রেসিডেন্সি কোর্স কার্যক্রম পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই করে বিভিন্ন বিষয়ে এমডি, এমএস ও এমফিল কোর্সে ভর্তি করা হয়। প্রতি তিন মাস পরপর লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মূল্যায়ন করা হয়। কোর্সে থাকাকালে কোন চিকিৎসকের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের বিধান নেই। তাদের শুধু পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত রাখতে সরকারি চিকিৎসক যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন এবং কোর্সে পড়াশোনার জন্য বিএসএমএমইউতে ছুটিতে এসেছেন তারা বেতন-ভাতাদি সম্পূর্ণ পেয়ে থাকেন। বেসরকারি চিকিৎসকদের প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা হাত খরচ দেয়া হয়। শিক্ষার্থীরা প্রথম দুই বছর পার্ট-১ ও পরের তিন বছর পার্ট-২ পড়াশোনা করেন।

বিএসএমএমইউর প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. রুহুল আমিন মিয়া যুগান্তরকে বলেন, রেসিডেন্সি কোর্সে যেসব চিকিৎসক ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন তারা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে একেকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করবেন। এবার ভর্তি পরীক্ষার দিনই ফলাফল প্রকাশিত হতে পারে বলে তিনি আভাস দেন।